সমকাল

31 MAR 2015

মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

■ সাব্বির নেওয়াজ

সারাদেশের প্রায় দেড় হাজার স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (ফাজিল ও কামিল) মাদ্রাসা অধিভুক্তি, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের কর্তৃত্ব হারাচ্ছে কুষ্টিয়ায় অবস্থিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী মাস থেকে এসব মাদ্রাসা নতুন প্রতিষ্ঠিত 'ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে'র অধীনে যাবে বলে নিশ্চিত করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ইতিমধ্যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষকরা জানান, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা শাখা দুর্নীতির দুর্গ। সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের ফলে এখন মাদ্রাসার অধিভুক্তি, পরিদর্শন ও শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি কমবে।

দায়িত্ব পাচ্ছে আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিশ্ববিদ্যালয় উইং থেকে জানা গেছে, দেশে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত স্নাতক (ফাজিল) মাদ্রাসা ১২৭৭টি। আর স্নাতকোত্তর (কামিল) মাদ্রাসা আরও ২১৫টি। ২০০৭ সালের জুন মাস থেকে এসব মাদ্রাসা পরিচালনা করছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। আগে এসব মাদ্রাসা ছিল বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে। পরিচালনার দায়িত্ব পাওয়ার সাত বছরের মাথায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছ থেকে এসব মাদ্রাসার কর্তৃত্ব ফিরিয়ে নিচ্ছে সরকার। মূলত দুর্নীতির ব্যাপকতাই এর কারণ বলে জানা গেছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েক শিক্ষক জানান, মাদ্রাসা অধিভুক্তির ক্ষমতা হারালে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজস্ব আয় কমে যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একাধিক কর্মকর্তা জানান, ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে মাদ্রাসা অধিভুক্তির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গত মাসে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক আহসান উল্লাহকে (আহসান সাইয়েদ)। আপাতত এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালু হয়েছে ধানমণ্ডিতে শিক্ষা বোর্ডগুলোর সাবেক কম্পিউটার কেন্দ্রে।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের দীর্ঘদিনের দাবি ও জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে– জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি সমকালকে বলেন, নতুন এ বিশ্ববিদ্যালয় এখন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণসহ যাবতীয় বিষয় ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। সংশ্লিষ্টরা জানান, এ বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো 'অন ক্যাম্পাস স্টুডেন্ট' থাকবে না। সরাসরি শিক্ষার্থী ভর্তি বা পাঠদান কার্যক্রম পরিচালিত হবে না।

ইবির দুর্নীতি : ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) মাদ্রাসা শাখার দুর্নীতির শত শত অভিযোগ প্রতিদিন জমা হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও চ্যান্সেলরের কার্যালয়েও। অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষকরা ইবিতে গেলেই ঘুষের জন্য তাদের ছেঁকে ধরা হয়। যে কোনো কাজের জন্যই দিতে হয় মোটা অঙ্কের টাকা। মাদ্রাসা শিক্ষকদের অভিযোগ– খুলনা ও বরিশাল অঞ্চলের দায়িত্বে থাকা ডেপুটি রেজিস্ট্রার মনিরুল ইসলাম ঘুষ সিন্ডিকেটের অন্যতম হোতা। টাকা ছাড়া একটি ফাইলও সই করেন না তিনি। একই অবস্থা ভিসি অফিসের উপ-রেজিস্ট্রার নেওয়াজ আলীর ক্ষেত্রেও। এ ছাড়া ভিসির পিএস মীর জিল্লুর রহমান, ভিসি অফিসের উপ-রেজিস্ট্রার গোলাম আযম পলাশ দুর্নীতি করে রাতারাতি কোটিপতি বনে গেছেন। এ ছাড়া দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা মোখলেছুর রহমান, রবিউল ইসলাম, মওদুদ আহম্মেদ

■ পৃ. ১৫ : ক.৮

মাদ্রাসার নিয়ন্ত্রণ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পরাগ, আবদুল্লাহ আওয়াল, রেজিস্ট্রারের পিএস আনোয়ার হোসেন, ভিসি অফিসের কর্মচারী রাশেদুল ইসলাম রাশেদসহ মাদ্রাসা শাখার বেশিরভাগ কর্মকর্তাই। ইবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সমকালকে বলেন, মাদ্রাসা শাখায় ঘুষের অভিযোগ বেশ পুরনো। বিষয়টি অস্বীকার করার জো নেই।